

দার্শনিক ঋষি অরবিন্দ : নারী শিক্ষা চেতনা

আশিক ইকবাল হোসেন

গবেষক, শিক্ষা বিভাগ, স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়

ড. লিটন মল্লিক

সহকারি অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষা বিভাগ,

স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ:

ভারতবর্ষ সভ্যতার প্রাচীনতম একটি সংস্কৃতি সম্পন্ন ময় দেশ, এ দেশের মাটিতে জন্ম নিয়েছেন বিভিন্ন দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গগণেরা। উনিশ শতকের সেই রকম একজন প্রাণ পুরুষ হলেন দার্শনিক অরবিন্দ। তিনি বিদেশি জ্ঞান চর্চা ও সংস্কৃতি মধ্যে বেড়ে উঠলেও দেশে ফিরে এসে নিজ মাতৃভূমির সংস্কৃতিকে ত্যাগ করতে পারেননি। তিনি শেষ জীবনে যখন পণ্ডিচেরীতে ভাববাদী দর্শন ও বোদান্ত দর্শন চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, তখন তাঁর কাছে বিশেষ আর একটি বিষয় মাথা চারা দিয়ে উঠে ছিল তা হল ভারতীয় নারীশিক্ষা ব্যবস্থা। তাঁর ‘সাবিত্রী’ নামক গ্রন্থে নারী দর্শন, নারীর সভ্যতা উন্নয়ন, নারীর শিক্ষা চেতনা, বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছে।

ঋষি অরবিন্দ মূলত নারীর ক্ষমতায়ন প্রতি বিশেষ জোড় দিয়েছিলেন, কারণ নারী জাতিকে তিনি সভ্যতার অগ্রগতি অন্যতম ধ্রুবক বলে মনে করেছিলেন। প্রতিটি শিশু বেড়ে ওঠে তার মাতৃ শিক্ষার মাধ্যমে। তিনি তৎকালীন সময়ে নারী শিক্ষার যে দিকগুলিকে ব্যক্ত করেছিলেন, সেগুলি আজকের দিনে স্বাধীন ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনে ও শিক্ষা নীতিতে গ্রহণ যোগ্যতা লাভ করেছে। এই পত্রের মাধ্যমে গবেষক দেখাতে চেয়েছেন যে দার্শনিক ঋষি অরবিন্দ ভারতবর্ষে নারী জাতির শিক্ষার যে কথা গুলি বলে গেছেন সে গুলি বর্তমান ও ভবিষ্যতেও বিভিন্ন গবেষণা মূলক কাজে সহায়তা করবে এবং নারী শিক্ষার আরো নতুন নতুন দিক উন্মোচনে অরবিন্দের নারী শিক্ষার চিন্তা ভাবনা সাদৃশ্যময় হয়ে উঠবে। একথায় দার্শনিক অরবিন্দ নারী জাতির সার্বিক বিকাশের শিক্ষাকে বিশেষভাবে জোড় দিয়েছিলেন।

মূল শব্দ : অরবিন্দ, দর্শন, নারীশিক্ষা চিন্তা

ভূমিকা

১৮৭২ সালের ১৫ আগস্ট কলকাতার নগরীতে শ্রী অরবিন্দের জন্ম হয়। তাঁর পিতা বাংলা দেশের শিক্ষার উপর আস্থা রাখেননি। তাই তাকে মাত্র ৭ বছর বয়সে পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভের জন্য ইংল্যান্ড পাঠান। অরবিন্দ ঘোষ সেখানে খ্যাতির সাথে

শিক্ষা গ্রহণ করেন ও শিক্ষা শেষে দেশে ফিরে আসেন। তিনি দেশে ফিরে ব্রিটিশ সরকারের চাকরিকে প্রত্যাখ্যান করে বরোদার কলেজে শিক্ষাকতা পরবর্তীতে কলকাতা জাতীয় কলেজের অধ্যাপন স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। এই ১৯০৭ এর পরবর্তীতেই তার জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তিনি ব্রিটিশ বিরোধী কাজের জন্য জল বন্দি হন ও দীর্ঘ ১১ মাস কারাগারে থাকার পর তিনি ছাড়া পান। এর পরবর্তীকালে তার জীবনে শুরু হয় দ্বিতীয় অধ্যায়। অর্থাৎ তিনি বঙ্গ ভূমি ত্যাগ করে পণ্ডিচেরিতে আশ্রম গ্রহণ করেন, এবং সেখানেই শুরু হয় তাঁর ঋষি জীবন। ঋষি জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভারতীয় দর্শন, বেদ, উপনিষদ, বেদান্ত, ইত্যাদি অধ্যয়নে ‘ভাববাদী’ দর্শনের মন্ত্রেও দিক্ষিত হন।

ঋষি অরবিন্দ বা দার্শনিক অরবিন্দ যাই বলা হোক না কেন, তিনি এর পাশাপাশি শিক্ষার ক্ষেত্রেও সংগ্রাম চালিয়ে যান। তিনি মূলত বিশ্ব জগতের মানবতা মুক্তির শিক্ষার কথা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর শিক্ষা দর্শনে ‘সমস্বয়ী’ শিক্ষার কথা বিশেষ ভাবে স্থান লাভ করে থাকে। অর্থাৎ নারী পুরুষ বেদের শিক্ষার কথাকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। তার প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিচেরি আশ্রম অরোভিল-এ নারী পুরুষ সমানভাবে শিক্ষা লাভ করে থাকে। তাছাড়া তিনি বিদেশী নারী মীরা আলসাফা (শ্রী মা) সহায়তায় যে পণ্ডিচেরি আশ্রম গড়ে তোলেন। সেখান থেকে বোঝা যায় তিনি তাঁর শিক্ষা দর্শনে নারীর শিক্ষা চেতনাকে ও বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন।

উদ্দেশ্য

এই পত্রে গবেষক তার কাজের জন্য দুটি উদ্দেশ্যকে রেখে সামগ্রিক বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন যেমন-

- ক) ঋষি অরবিন্দের শিক্ষা দর্শন পর্যালোচনা করা।
- খ) ঋষি অরবিন্দের নারী শিক্ষার চিন্তা ভাবনা পর্যালোচনা করা।

সাহিত্য পর্যালোচনা

Kedar Khan, (2019), তিনি তাঁর Sri Aurobindo’s Savitri and true women empower নামক নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি বিশেষ জোড় দিয়েছেন। তিনি নারীদের পরাধীনতার মুক্তি থেকে শিক্ষা দিয়েছেন, কারণ প্রাচীনকালে নারীদের স্বামী, পুত্র, পিতার সম্পত্তিতে সেই রূপ কোন ভোগদার ছিল না, কিন্তু বর্তমানে তারা সমান ভাবে ক্ষমতা লাভ করেছে, এর মূল কারণই হল নারীর শিক্ষার বিকাশ।

অরবিন্দ তিনি তাঁর ‘যোগ ব্যায়মের’ ২২ খণ্ডের চিঠিতে নারী ও পুরুষের একটি প্রয়োজনীয় শিক্ষা কথা হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে তিনি নারী, পুরুষ উভয়কে সমানভাবে শিক্ষার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন কেউ কারোর থেকে বেশি বা কম নয়। দার্শনিক অরবিন্দ পণ্ডিচেরি আশ্রমে থাকা কালীন Divene Life Synthes’s, সাবিত্রী, গীত, Life Cycle ইত্যাদি গ্রন্থের নারীর শিক্ষাকেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

Rathi Vinita (2016) তিনি তাঁর women Empowerment in Sri Aurobindo's selected poems নারীর শিক্ষা চিন্তা চেতনা বিষয়ে বিষদ আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন অরবিন্দের দর্শন চিন্তার অন্যতম একটি দৃষ্টান্তই হল নারীর শিক্ষার চিন্তায় ঘটানো কথা তার সাবিত্রী নামক গ্রন্থে বিশেষ ভাবে নারীর শিক্ষা আলোচনা করেছেন।

Mir MM (2019) তিনি তাঁর Educational Philosophy and contribution of Sri Aurobindo to the Field of Education নামক পত্রিকায় অরবিন্দের শিক্ষা দর্শনের প্রেক্ষিতে নারী শিক্ষার কথা কেও ব্যাখ্যা ক্রেছেন। তিনি পুরুষ ও নারী কে সমান ভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। অরবিন্দের পণ্ডিচেরিতে নারী পুরুষকে যে এক ছত্রে শিক্ষা দিয়েছেন তা নারীর শিক্ষার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

Sen .C (1958) তিনি তাঁর The Mother and women's physical Education in Sri Aurobindo নামক প্রবন্ধে নারীর শারীরিক শিক্ষার কথা ব্যাখ্যা করেছেন। কারণ শারীরিক শিক্ষা ও নারীর মনে দৃঢ় মানসিকতার সৃষ্টি তে সহায়তা করে। এই নারীর শিক্ষার ভিত্তিই ছিল অরবিন্দের দার্শনিক ভিত্তি যেখানে আত্মা ও ঐশ্বরিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটবে।

পদ্ধতিকরণ

গবেষকের এই গবেষণা কাজটি একটি গুণগত গবেষণা। এখানে গবেষক ঐতিহাসিক পদ্ধতির মাধ্যমে তার পত্রটিকে পরিপূর্ণ করেছেন।

তথ্য সংগ্রহ

গবেষক এই পত্রটি রচনা করার জন্য দুই ভাবে তথ্য সংগ্রহ করেছে। যথা-

ক) প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহঃ এখানে অরবিন্দের নিজের লেখা গ্রন্থ চিঠি ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে।

খ) গৌণ সূত্র অরবিন্দের উপর লেখা অন্যান্য গবেষকের পত্র, পত্রিকা ও গ্রন্থ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেছে।

আলোচনা

দর্শন ও অরবিন্দ

ঋষি অরবিন্দের মূলত ভাববাদী ও বিবর্তন বাদী দর্শন চিন্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বিবর্তন বাদের রাষ্ট্রীয়তত্ত্ব অনুযায়ী জড় থেকে প্রানের এবং প্রান থেকে মনের বিকাশ ঘটানোর প্রতি জোড় দিয়েছিলেন। কারণ তিনি তার Life Devine গ্রন্থে বলেন- জড়ের মধ্যে প্রানের একটা বিবর্তন আছে। অরবিন্দের দর্শন চিন্তায় সব সময় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমান ভাবে প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। এই জন্য তিনি বলেছেন প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে একটা ঐশ্বরিক চিন্তার দিক রয়েছে। যা তাকে বিকশিত করতে হবে। এছাড়া তার ঐ দর্শন চিন্তার মধ্যে Yoga এর ধারণা বিশেষ ভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। শ্রী অরবিন্দ সমগ্র জীবনকেই বলেছেন যোগের সম্বন্ধয়।

ঋষি অরবিন্দের বৈদান্তিক দর্শনকেও বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বেদ, গীতা এবং বেদান্ত দর্শন থেকে মানুষের যুক্তির কথা ব্যাখ্যা করেছেন। ঋষি অরবিন্দের তার দর্শনে ব্রহ্মকেও বিশেষ জোড় দিয়েছিলেন। এক কথায় অরবিন্দ পূর্ণ মানবিকতার থেকে বিশেষভাবে গ্রহণ যোগ্যতা পেয়েছে।

নারী শিক্ষা ও অরবিন্দ

ঋষি অরবিন্দ ছিলেন একজন পূর্ণ দার্শনিক। তাঁর দার্শনিক সত্যের ফসলই হল শিক্ষা চেতনা বা শিক্ষা দর্শন। তিনি তার আশ্রমিক ও ঋষি জীবন কালে নারী পুরুষ সকলকে সমান ভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি কখনোই নারীকে পুরুষ থেকে কম মাত্রায় শিক্ষা দেন নি। তিনি নারী আলসাফা এর সহায়তায় নারী ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির জন্য নারীদেরকে শিক্ষা দেওয়ার কাজে বিশেষ সময় পরিশ্রম করেছেন। তিনি ব্রিটিশ শাসন থেকে যুক্তি পাওয়ার জন্য নারীর শিক্ষার মানকে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি তার ‘সাবিত্রী’ নামক যে গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেখানে সাবিত্রীকে একটি পূর্ণ নারীর শিক্ষার মাধ্যমে বিবেচনা করেছেন। Woman Council হল অরবিন্দের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেখানে নারীকে শাসনের সকলের সামনে সমান ভাবে শিক্ষার কথা ব্যক্ত করেছেন। আজকের দিনে এই Council দেশ ও দেশের বাইরে বিশেষ ভাবে খ্যাতি অর্জন করেছে।

অরবিন্দ তাঁর শিক্ষা দর্শনে নারীর শিক্ষা প্রসঙ্গের কথা বলতে গিয়ে বলেন নারীর শিক্ষার পাশাপাশি তাদের শারীরিক, মানসিক দিকের প্রতি বিশেষ প্রশিক্ষণও দিতে হবে। তাঁর পন্ডিচেরি আশ্রমে নারী শিক্ষার স্কুলে নারীর দৈহিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নারীর শিক্ষার পাঠ্যক্রম, ঈশ্বর ভক্ত, যোগ শিক্ষা ইত্যাদি দিক বা বিষয় এর প্রতি জোড় দেওয়া হয়েছে। অরবিন্দের আশ্রমে শুধু দেশের নারীরাই নয় বিদেশি নারীরাও আজকে সেখানে পঠন পাঠন, গবেষণা, ধর্ম আলোচনা, শিক্ষকতা বিশেষও পুরুষদের সমান খ্যাতি লাভ করছে। তাই বলা যায় তাঁর শিক্ষা দর্শনে কোথাও নারীর শিক্ষাকে বাদ দেওয়ার কথা বলা হয়নি।

সমালোচনা

অর্থাৎ বলা যায় দার্শনিক অরবিন্দ নারীর শিক্ষা চেতনায় বিশেষ ভাবে আলোচিত একজন দার্শনিক ও ঋষি ব্যক্তি। তিনি নারীর ক্ষমতায়নে ও কর্মে নারীর অগ্রগতির কথা স্বীকার করেছিলেন। তাই গবেষক আরো উপলব্ধি করেছে যে, ভারতীয় শিক্ষা দর্শনে অরবিন্দের দর্শন ও নারীর শিক্ষা চেতনা বর্তমান যে ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেছে, ঠিক ভবিষ্যতেও নারীর শিক্ষার প্রসারে সমান ভাবে সমাদৃত হয়ে ওঠবে ও বিভিন্ন গবেষণা কাজেও বিশেষ ভাবে সহায়তা করবে বলে তিনি আশাবাদী হয়ে ওঠেছেন।

তথ্যপঞ্জি

আচার্য, কে. ডি। (১৯৭৮), “Guide to Sri Aurobindo’s philosophy” পণ্ডিচেরি
দিব্য জীবন সাহিত্য প্রকাশনী।

আহমেদ. এম; গুড়িয়াল এস (২০২১) study of Educational and philosophical
thought of Aurobind Ghosh and Its relevance in present Education,
Asian Basic and applied Research Journal 3(4):30,2021; article No.
ABAARJ.486.

ইসলাম, (২০১৭) ভারতীয় শিক্ষা – ইতিহাস রূপরেখা। শ্রীধর প্রকাশনী ২০৯/৮ ডি বিধান
সরণী, কোলকাতা

কাপুর, (২০০৭), “Auroville: Aspiritual- social experiment in human unity
and evaluation”, Vol 39, Issue 5, page- 632-643.

কিলব্রন, (২০১৬), “From Aurobindo to Auroville: Marrying Mystical and
the Empirical”, Ph.D. Thesis, University College, Oxford

রাথি. (২০১৬), women Empowerment in Sri Aurobindo’s Selected points,
Journal of Research’s in humites and Social Science, Vol- 4